দর্শনায় ১৪ ঘণ্টা লাইনে থেকেও পেট্রোল মেলেনি, বাইকারদের ক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পেট্রোল সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। টানা ১৪ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। এতে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ভুক্তভোগী বাইকারদের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ৮টা থেকে তারা মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাম্প কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরু হবে। সেই আশায় রাতভর অপেক্ষা করেন শতাধিক বাইকার। তবে নির্ধারিত সময় পার হয়ে সকাল ৯টা বাজলেও সরবরাহ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

শরিফুল নামের এক বাইকার বলেন, প্রায় ১৩-১৪ ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো পেট্রোল পাইনি। আমরা কি শুধু লাইনে দাঁড়িয়েই থাকব, নাকি আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই?

আরেক বাইকার আমির হোসেন বলেন,শুক্রবার রাত থেকেই অপেক্ষা করছি। বলা হয়েছিল সকালে তেল দেওয়া হবে। এখন সকাল ৯টা, তবুও কোনো কার্যক্রম নেই। এটি চরম অব্যবস্থাপনা।

সোবাহান নামের একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সময়মতো তেল দিতে না পারলে আগে জানানো উচিত ছিল। এই হয়রানির জন্য পাম্প কর্তৃপক্ষই দায়ী।

এদিকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাইকাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং দ্রুত জ্বালানি সরবরাহের দাবি জানান। এতে কিছু সময়ের জন্য স্টেশন এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে।

পরে সকাল ১০টা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতি মোটরসাইকেলে ৩০০ টাকার জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়।

অভিযোগের বিষয়ে মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরুর পরিকল্পনা ছিল। তবে

শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

তারা আরও জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে এবং দ্রুত পেট্রোল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।

স্থানীয়দের দাবি, জ্বালানি সরবরাহে এমন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা নতুন নয়। বারবার ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কার্যকর নজরদারি ও দ্রুত পদক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে না বলে মনে করছেন তারা।

ভুক্তভোগী বাইকাররা দ্রুত সমস্যার সমাধান, সঠিক তথ্য প্রদান এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের

ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

২৬শে মার্চ উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর “স্বাধীনতায় পদধ্বনি- ১৬১১” অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় একাত্তরের স্বাধীনতার উপর লিখিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গুরু কাজল মল্লিক, বনলতা, মো: খালেকুজ্জামান, গোলাম কবীর মুকুল, মো: আনছার আলী, মোছা: মর্জিনা খাতুন, মো: মোজাম্মেল হক, শেখ সেলিম, সুমন মালিক, মো: হুমায়ুন কবীর, মিম্মা সুলতানা মিতা। চিরায়ত সাহিত্য থেকে পাঠ করেন জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর ও মরিয়ম সুলতানা ভূবনের লেখা পাঠ করে শোনান ইকবাল আতাহার তাজ।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গার উজ্জ্বল নক্ষত্র ড: মুন্সি আবু সাইফ, স্বাধীনতার উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মো: শাহজাহান আলী, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, মো:

তৌহিদ হোসেন। আসরে আরোও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, শেখ পিন্টু, মরিয়ম সুলতানা ভূবন, মিফতাহুল আওয়াল, মো: আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আকিব তৌফিক চৌধুরী।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার জেলা পরিষদ ডাক বাংলোর পুরাতন ভবনটি দক্ষিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সেক্টর কমান্ডার তৎকালীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হতো। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে ঐ ভবনটিকে স্বাধীনতা ভবন ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্বাধীনতা দিবস পদধ্বনি ১৬১১ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের আয়োজনে মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি, নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় উপজেলা মসজিদের মিলনায়তনে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়। আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ নুর মোহাম্মদ টিপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

তিনি তার বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অধ্যবসায় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মেধাবীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারলে দেশ উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, এই বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি হচ্ছে। এরা আমাদের সমাজ ও দেশের সম্পদ এবং কল্যাণ বয়ে আনছে। আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে। সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ

বাংলাদেশি—আমরা সবাইকে নিয়ে দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান দারুস সালাম, রূপালী ব্যাংক আলমডাঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল খালেক, আলমডাঙ্গা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজা, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি বশিরুল আলম, সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শাওন, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএফ টিভির পরিচালক এম সঞ্জু আহমেদ প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন। নওলামারী মাদ্রাসার প্রভাষক শাহিন শাহিদের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওলামারী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল লতিফ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক মোঃ আব্দুল হাই, প্রভাষক তাপস রশিদ, সমাজকর্মী আব্দুর রশিদ মুঞ্জু, হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আসিফ জাহান, জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ইমাম মাওলানা আবুল বাশার এবং উপজেলা মডেল মসজিদের খতিব মাওলানা হাফেজ মাহমুদ মাসুদ কামান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আফিয়া নূর ফাউন্ডেশন নিয়মিত মেধাবৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করে আসছে। ২০২৫ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১,০৩৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৮২ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত থেকে এসব শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিদের উপস্থিতিতে মিলনায়তনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দামুড়হুদায় স্বাধীনতা দিবসে ৮ কবর স্মৃতিসৌধে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ না করায় বিএনপির ক্ষোভ

দামুড়হুদা উপজেলায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ ৮ কবর স্মৃতি সমাধিতে আয়োজিত স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ না করায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাটুদাহ এলাকার আট কবর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পতাকা উত্তোলন কর্মসূচির সময় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকাল সাড়ে ৭টায় শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নাটুদাহ হাই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক ও জামায়াতের রোকন আবু সাদেক।

উপস্থাপনার সময় তিনি উল্লেখ করেন যে, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। তবে কে সেই ঘোষণা দেন—তার নাম উল্লেখ না করায় স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করার দাবি তোলেন।

এ সময় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত জামায়াত নেতাদের কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্যমূলক এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা বলেন, “১৯৭১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই

সত্য গোপন রেখে বক্তব্য দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চাই, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে সত্য তথ্য তুলে ধরা হোক।”

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন,

“২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই বিষয়টি উল্লেখ না করে স্বাধীনতার চেতনাকে অবমাননা করা হয়েছে। এটি জাতির জন্য লজ্জাজনক।”

অন্যদিকে, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলি বলেন, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় উপস্থাপনাকারীর কিছুটা ত্রুটি ছিল। এ কারণে সামান্য বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হলেও পরে সুষ্ঠুভাবেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন,

উপস্থাপনার সময় স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ না করায় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। তবে পরবর্তীতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করবেন উপজেলা প্রশাসন ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা। একজন স্কুল শিক্ষক মাইকে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছিলেন। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৫জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে, বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে

গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের আপন তিন ভাই নুর আলমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন(৩০), শহিদুল ইসলাম(৪০), সিরাজুল ইসলাম(৩৫) ও দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩)’কে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, তাদের ৫ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিলো। গতকালই তাদের ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার-২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ২। গত বুধবার রাত ১০ টার সময় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ আলমগীর কবীর ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ তদন্ত কেন্দ্র এলাকায় বিশেষ অভিযানে আলমডাঙ্গা থানাধীন বেলগাছি গ্রামের কাশিপুর কেদারনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠের বট গাছের নিচে হতে আনিসুল রহমানের ছেলে মোঃ মনিরুল ইসলাম
(৩৫) ও মোশারিফ আলির ছেলে মোঃ সুজন(৩০) গ্রেফতার করা হয়। তাদের হেফাজত হতে সর্বমোট ২০পিচ মাদকদ্রব্য টাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রয়ের নগদ সর্বমোট ৯৩০ টাকা, মাদক বিক্রয় কাজে ব্যবহৃত ০১টি কালো রংয়ের স্যামফনি বাটন ফোন উদ্ধার করা হয় ।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩২, তাং- ২৫/০৩/২০২৬ খ্রিঃ ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আলমডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্যদিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচীর সুচনা করা হয়।

সকালে সরকারী ও বেসরকারী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯টায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজারে পুস্পমাল্য অর্পন শেষে আলমডাঙ্গা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মাজারে ফাতেহা পাঠ ও মুনাজাত করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার, বীরমুক্তি যোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ,আলমডাঙ্গা মুক্তি যোদ্ধা সংসদের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান,বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা নবাব আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান ধুনা,বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার শাহাবুদ্দিন, ওসি বানি ইসরাইল, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহিদ, শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, আইসিটি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

এছাড়াও পুস্পমাল্য অর্পন করেন আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজ, ওজোপাডিকো, এমসবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লিবিদ্যুত, আলমডাঙ্গা থানা, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পৌরসভা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিক দল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন।

পরে উপজেলা চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার ও ওসি বানি ইসরাইল।স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে হয় এবং বেলুন ওড়ানো হয়। এরপর কুজকাওয়াজ পরিচালনা করেন, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, আনছার

ভিডিপি, সরকারি পাইলট মাধ্যমিক স্কুল, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এরশাদপুর একাডেমি, আলমডাঙ্গা ব্যামাগার, এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা একাডেমি, ব্রাইট মডেল স্কুল, গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,জেএন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,গোবিন্দপুর এরশাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বেলা ১১ টায় উপজেলা মঞ্চে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার । উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড,আব্দুর রশিদ ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার শারমিন আক্তার, থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল।আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দদুল কুদ্দদুস, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম,বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম, সমাজ সেবা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন,উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মাহবুবুর রহমান,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক,আইসিটি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান,জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ,ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হক,তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস প্রমুখ।

অন্যদিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে সকাল ১০টায় দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ জিয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শেষে র্যালি সহকারে শহীদ মাজারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু।সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারন সম্পাদক আমিনুল হক রোকন,,উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন,পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী আলী আসগার সাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রাশেদুল ইসলাম,সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক খন্দকার হাসিবুল ইসলাম,যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল হক মাষ্টার,মখলেছুর রহমান মিলন,আসিফ আল নুর,নির্বাহী সদস্য

খন্দকার রুবায়েত ফেরদৌস বাপ্পি,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জল,সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক নাজিম মোল্লা।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ) উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। একই সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা করা হয় দামুড়হুদা মডেল থানা চত্বরে।

সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে শহীদদের স্মরণে উপজেলার নাটুদাহের আটকবর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন।

সকাল ১০টায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল। এসময় উপস্থিত

ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসনাত সহ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর ১২টায় মিনি স্টেডিয়ামে উপজেলা প্রশাসন বনাম ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও এতিমদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং দেশের শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার সকল বিনোদন কেন্দ্র ও পার্ক শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।